কৃষি সুপারিশ

২৮-৩০শে মার্চ,২০২২ (১৩ - ১৫ ই চৈত্র ১৪২৮)

গম- ঝালো ভূষা রোগ দেখা দিলে সকালবেলায় ভিজে ঝাপড়ে জড়িয়ে আক্রান্ত শিষ শীষ গুলি কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অন্যথায় রোগ ছড়িয়ে পড়বে এবং ঐ ক্ষেতের উৎপাদিত দানা বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। ৮০ শতাংশ গম পেকে গেলে ফসল কেটে নেওয়া দরকার।

ভুট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বোরো ধান- রোয়ার ১৫ দিন পরে প্রথম চাপানে একর প্রতি ইউরিয়া ৫৭ কেজি ও থোড় মুখে দ্বিতীয় চাপানে ইউরিয়া ২৮.৫ কেজি ও মিউরেট অফ পটাশ ৮ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে একরে ৮ কেজি সালফার প্রয়োজন, সুপার ফসফেট ব্যবহার করলে আলাদাভাবে সালফারের প্রয়োজন নেই। রোয়ার ২০-২৫ দিন ও ৩৫-৪০ দিন পরে দুবার নিড়ানি যন্ত্র বা হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলে মাটি ভালো করে থেঁতে দিতে হবে।

জিঙ্কের অভাব জনিত এলাকায় একরে ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূলসার বা প্রথম চাপানে প্রয়োগ করা যায়। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১.৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।

বোরো ধানে ঝলসা রোগ দেখা দিতে পারে। মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় যখন আপেক্ষিক আদ্রতা ৯০ শতাংশ, রাতের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম থাকে, তখন এই রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত জমিতে ট্রাইসাইক্লাজোল ৫০%, ০.৫ গ্রাম বা আইসো-প্রোথিওলেন ৪০%, ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

বোরোধানে বাদানী শোষকপোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গুছির গোড়ায় নজর রাখতে হবে, জমিতে আড়াআড়ি ভাবে ঘুরে ঘুরে গুছির গোড়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সূর্যমুখী- ফুলের পেছনদিক হলদে নরম তুলতুলে হয়ে গেলে এবং বীজ কালো ও শক্ত হলে ফাসাল কেটে নিতে হবে।

চীনাবাদাম- বোনার ৩০-৩৫ দিন পর গাছের পেগিং এর সময় একর প্রতি ৮০-১০০ কেজি জিপসাম সারির মাঝে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে।

চৈতি মুগ - বোনার ৩০ দিনের মাথায় ১টা সেচের প্রয়োজন হয়।বোনার ৩০ তেন ও ৪৫ দিনের মাথায় ২ % ডি.এ.পি দ্রবণ স্প্রে করা প্রয়োজন।

তিল - ঘন গাছ পাতলা করে প্রতি কর্গমিটারে তিলোত্তমার জন্য ৩৫-৪০টি এবং রমার জন্য ৪০-৫০ টি রাখা প্রয়োজন।

আখ- আখ বসানোর ৪০-৪৫ দিন পর ও ৮০-৯০ দিন পর বিঘা প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া প্রতিবারে মাটিতে প্রয়োগ করুন।

রোগ পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

পাট- উত্তরবঙ্গের অল্পবৃষ্টিপাতযুক্ত উচু এলাকায় তিতা পাটের উন্নত জাত -- সোনালী,পদ্মা, রেশমা ইত্যাদি ফেব্রুয়ারীর মাঝ থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত্য বোনা যায়। বেলে-দোঁয়াশ, এঁটেল-দোঁয়াশ বা পলি-দোঁয়াশ মাটিতে পাট ভাল জন্মায় । মাটির পি.এইচ ৬ .০- ৭ .৫ এর মধ্যে থাকলে ভাল হয়। সাধারণত উঁচু ও মাঝারি জমিতে মিঠা পাট ভাল হয়। সব রকম জমিতে তিতা পাট চাষ করা যায়।মিঠা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- চৈতালি, বাসুদেব, নবীন, বৈশাখী,তোষা, সুবর্ণজয়ন্তী তোষা, শক্তি, সূর্য, সুবলা, সুরেন, ইরা ইত্যাদি। তিতা পাটের উন্নত জাতগুলি হল- সোনালী, সবুজ সোনা, শ্যামলী, পদ্মা, রেশমা, মিতালী, শ্রাবন্তী, পার্থ, বিধান-১, বিধান-২, বিধান-৩ ইত্যাদি।

মূল সার হিসেবে মিঠা পাটে একর প্রতি ৫০ কে.জি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১৩.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন। তিতা পাটে একর প্রতি ৬২.৫ কে.জি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৮.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্য খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চাড়া তুলে ফেলতে হবে। প্রতি কর্গমিটারে ৫৫-৬০ টি চার রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

চৈতি কলাই চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

জমিতে কাজ করবার সময়ে অতি অবশ্যই কোভিড নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।
বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন ।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ